

মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা হোক

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এদেশে সাধারণ শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা হিসেবে মাদরাসা শিক্ষা প্রচলিত রয়েছে। এ মাদরাসা শিক্ষা বরাবরই অবহেলিত থেকে গেছে। দাখিল, আলিম পাস ছাত্র-ছাত্রীরা অন্তত এসএসসি ও এইচএসসি'র সমমান লাভ করলেও তাদের শিক্ষকগণ কিন্তু জেনারেল পাস শিক্ষকের সমমান পাচ্ছেন না। এসএসসি তথা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যেখানে ৬১০০ টাকা ক্ষেত্রে বেতন পান সেখানে দাখিল মাদরাসার একজন সুপার বড়জোর ৪৩০০ টাকা ক্ষেত্রে বেতন পেয়ে থাকেন। তদুপ Assistant Head Master সেখানে ৩৪০০-৪৩০০ টাকা ক্ষেত্রে বেতন পান সেখানে Assistant Super বেতন পান ২৫৫০ টাকা ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে বৈষম্য এমনই মারাত্মক পর্যায়ের যে, বিএড বা অনুরূপ কোন প্রশিক্ষণ যদি Super বা Assistant Super কিংবা সহকারী মৌলভীগণ, যদি মাধ্যমিক স্কুলে মাওলানা হিসেবে চাকরি করতেন তাহলে তিনিও ৩৪০০ থেকে ৪৩০০ টাকা ক্ষেত্রে বেতন পেতেন। বৈষম্যের আরও একটি নমুনা ও বেদনাদায়ক দিক হচ্ছে এ দাখিল মাদরাসায় সাধারণ ডিগ্রী পাস শিক্ষকগণ যদি সকলেই বিএড করেন তাহলে সকলেই সুপারের সমান ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৩৪০০-৪৩০০ টাকা ক্ষেত্রে বেতন পাবেন। অথচ এ প্রতিষ্ঠানের মাদরাসা শিক্ষিত যারা মূল চালিকাশক্তি তাদের এরূপ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করারও এখতিয়ার নেই। বেতন তো দূরের কথা। নিম্নে ছকের মাধ্যমে বৈষম্যের উৎকটরূপ প্রদর্শন করা হল :

মাধ্যমিক বিদ্যালয়	দাখিল মাদ্রাসা	
অতিরিক্ত ছাত্র অতিরিক্ত	অতিরিক্ত ছাত্র অতিরিক্ত	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও
স্থান শিক্ষক ৪৫০০-৬১০০	সুপার ৩৪০০-৪৩০০	তারা ছেল পাবেন
সহঃ প্রধান শিক্ষক ৩৪০০-৪৩০০	সহঃ সুপার ২৫৫০-৩৪০০	না।
সহঃ শিক্ষক বিএড ৩৪০০-৪৩০০	সহঃ মৌলভী ২৫৫০-৩৪০০	তবে সকলে
২৫৫০-৩৪০০	সহঃ শিক্ষক বিএড ৩৪০০-৪৩০০	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে
সহঃ শিক্ষক (দম) ৩৪০০-৪৩০০	২৫৫০-৩৪০০	সকলেই সুপার
		সমান পাবেন।

এ ধরনের বৈষম্য ও বিমাতাসুলভ আচরণ যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান সে শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন যাতে এ সকল বৈষম্য দূর করে মাদরাসা শিক্ষিতদেরকে সাধারণ শিক্ষিতদের সমক্কেল প্রদান করা হয়, তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মর্জি কামনা করছি।

পক্ষে সুপার-
সহ-সুপার

সহঃ মৌলভীবৃন্দ

হাফেজ আবদুর রাজ্জাক জামেয়া ইসলামিয়া, ৪৫/১, আজিমপুর
রোড, ঢাকা-১২০৫।